ক্রমিক নং	বিষয়	অনুমোদিত/পিসিপি অনুমোদিত প্রকল্প/কর্মসূচী	অননুমোদিত (সংশোধিত অননুমোদিত সহ) প্রকল্প/কর্মসূচী	অনুসরণীয় শর্তাবলী
১	২	৩	৪	৫
				থাকা অব্যয়িত অর্থ সরকারী কোষাগারে (১/মন্ত্রণালয়/বিভাগ/ অধিদপ্তর এর কোড...../প্রকল্পের কোড ...../২৬৭১) জমা দিতে হবে। (৯) উন্নয়ন সহযোগী দেশ/সংস্থা যদি স্থানীয় বাজার থেকে আমদানীকৃত যন্ত্রপাতি/ যানবাহন ক্রয়ে অর্থায়ন করে এবং চুক্তির শর্ত অনুসারে যদি সিডিভ্যাটের অর্থ সরকারের পরিশোধের বিধান থাকে সে ক্ষেত্রে প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে সিডি ভ্যাটের বরাদ্দ থেকে সরবরাহকারীর অনুকূলে চেক জারী করতে পারবে ঃ (ক) প্রকল্প দলিলে ক্রয়কৃত মালামালের সংখ্যা ও অর্থ বরাদ্দ সম্পর্কে সুস্পষ্ট সংস্থান থাকতে হবে। সিডিভ্যাট ব্যতীত সরবরাহ মূল্যের বাকী অংশ দাতা দেশ/সংস্থা কর্তৃক পরিশোধিত হওয়ার সমর্থনে প্রামান্য কাগজপত্র থাকতে হবে এবং মালামাল প্রাপ্তির প্রামান্য কাগজপত্র কাষ্টমস এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্ট দাখিল করতে হবে; (খ) প্রকল্প দলিলে সিডিভ্যাট খাতে বরাদ্দ থাকতে হবে; (গ) মূল্য পত্রে (Price Quotation)/দরপত্রে সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে সিডিভ্যাট অংশের অর্থের পরিমান উল্লেখ থাকতে হবে; (ঘ) 'মূল্যপত্রে বর্ণিত সিডিভ্যাট উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক পরিশোধ করা হয় না এবং তা বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রদান যোগ্য' এই মর্মে প্রকল্প পরিচালকের প্রত্যয়ন থাকতে হবে; (ঙ) 'সরবরাহকারীর অনুকূলে শুধুমাত্র সিডিভ্যাট অংশের চেক প্রদান করা যাবে' এই মর্মে অর্থ অবমুক্তির আদেশে উল্লেখ থাকবে।
৩.	**পুনর্ভরণযোগ্য প্রকল্প সাহায্য (বাংলাদেশ সরকারের মাধ্যমে)**	(১) প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়/বিভাগ (৫) নং কলামে বর্ণিত শর্তসাপেক্ষে বার্ষিক বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জুলাই-ডিসেম্বর সময়ে দুই কিস্তি পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করতে পারবে। (২) সংশ্লিষ্ট অর্থ বছরের জানুয়ারী-জুন সময়ে ৩য় ও ৪র্থ কিস্তি সহ যে কোন কিস্তির বরাদ্দ, অর্থ বিভাগের সম্মতিক্রমে ছাড় করা যাবে। এককালীন (১ম-৪র্থ কিস্তি) কোন অর্থ অবমুক্তির জন্য পরিকল্পনা কমিশনের কার্যক্রম বিভাগের ও অর্থ বিভাগের সম্মতির প্রয়োজন হবে। (৩) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ডিএসএল কিস্তিভিত্তিক নগদে জমা সাপেক্ষে একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। (৪) সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী চূড়ান্ত হওয়ার পূর্বে	(১) কিস্তি ভিত্তিক বরাদ্দ এবং যে কোন কিস্তির অর্থ ছাড় করণে পরিকল্পনা কমিশন ও অর্থ বিভাগের পূর্ব অনুমোদন নিতে হবে। (২) স্বায়ত্বশাসিত/আধা-স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।	(১) উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দের ভিত্তিতে মোট চার কিস্তিতে বরাদ্দকৃত অর্থ অবমুক্ত করা যাবে। এছাড়াও অতিরিক্ত বরাদ্দ অতিরিক্ত কিস্তিতে অবমুক্ত করা যাবে। (২) বরাদ্দকৃত অর্থ প্রকল্পের ঋণচুক্তি অনুসারে যোগ্য আইটেমের উপর এবং অনুমোদিত বিভাজন অনুযায়ী ব্যয় করতে হবে; (৩) চলতি প্রকল্পের ক্ষেত্রে পূর্বের অবমুক্ত অর্থ ৭৫% ব্যয় করা, ব্যয়কৃত অর্থের ৭৫% উন্নয়ন সহযোগীর নিকট পুনর্ভরণের দাবী পেশ এবং দাতা সংস্থার নিকট হতে দাবীকৃত অর্থের ৭৫% পুনর্ভরণ হতে হবে; (৪) অর্থ অবমুক্তির সকল সরকারী আদেশ (সংলগ্নী-৮ অনুযায়ী) পৃথকভাবে জারী করতে হবে এবং এই আদেশের অনুলিপি অর্থ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। তবে স্বায়ত্বশাসিত/আধাস্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংলগ্নী-২৬ অনুযায়ী সরকারী আদেশ জারী করতে হবে। (৫) উপরের (৩) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত শর্ত যথাযথভাবে পালন করা হয়েছে এই মর্মে সরকারী আদেশে পরিস্কারভাবে উল্লেখ করতে হবে;